Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

আজকালের খবর

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে কসোভো রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ কসোভো দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মি. এনিস শেমাইলি তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর প্রিশটিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। তারা শিগগিরই এবিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন। কসোভো'র রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা সমাজকে আরও এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরও জোর দেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। পরে, রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে "দ্য রিপাবলিক অব কসোভো টুওয়ার্ডস ইউরো-আটলান্টিক ইন্টিগ্রেশন: রিলেশনস উইথ বাংলাদেশ, এশিয়া, অ্যাজ দ্য প্রসপেক্টস ফর কো-অপারেশন উইথ বাংলাদেশ" শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাবের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা বলেন, বাংলাদেশ এবং কসোভোর মধ্যে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক, একটি সাধারণ সমঝোতা স্মারক এবং কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা-মুক্ত ভ্রমণের চুক্তি। এসব চুক্তি দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, বাণিজ্য ও দু'দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে যৌথ সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দ্বৈত কর পরিহারের ব্যাপারে আরও চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি আলোচনাধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কসোভোর কূটনৈতিক একাডেমি জুনিয়র বাংলাদেশী কূটনীতিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে'। এছাড়া, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য কসোভো স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে। এর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দু'দেশের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ গড়ে তোলা হবে। কসোভো

আলোকিত বাংলাদেশ

গতকাল ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা ● ঢাবি জনসংযোগ

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে কসোভোর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

● আলোকিত ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা। গতকাল রোববার ঢাবি উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাক্ষাতে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর প্রিশটিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের বিষয়েও আলোচনা করে তারা দ্রুতই এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কসোভোর রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা সমাজকে আরো এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরও জোর দেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় ঢাকাস্থ কসোভো দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মি. এনিস শেমাইলি উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎ শেষে মি. লুলযিম প্লানা ঢাবির অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'দ্য রিপাবলিক অব কসোভো টুওয়ার্ডস ইউরো-আটলান্টিক ইন্টিগ্রেশন: রিলেশনস উইথ বাংলাদেশ, এশিয়া, অ্যাজ দ্য প্রসপেক্টস ফর কো-অপারেশন উইথ বাংলাদেশ' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাবির অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ বুলেটিন

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে কসোভো'র রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভো'র রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ কসোভো দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মি. এনিস শেমাইলি তার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর প্রিশটিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। তাঁরা শিগগিরই এবিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন।

কসোভো'র রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা সমাজকে আরও এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরও জোর দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। (বিজ্ঞপ্তি)

দৈনিক আমাদের বার্তা

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে কসোভোর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

কসোভো ঢাবির সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করতে চায়

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত লুলযিম প্লানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল রোববার উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় ঢাকাস্থ কসোভো দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন এনিস শেমাইলি তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর প্রিশটিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। তারা শিগগিরই এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন।

কসোভোর রাষ্ট্রদূত লুলযিম প্লানা সমাজকে আরো এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দুদেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপরও জোর দেন

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

28 April 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে কসোভো'র রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

কসোভো ঢাবির সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে চায়

ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভো'র রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা আজ ২৭ এপ্রিল ২০২৫ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ কসোভো দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মি. এনিস শেমাইলি তার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর প্রিশটিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। তাঁরা শিগগিরই এবিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন।

কসোভো'র রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা সমাজকে আরও এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কসোভোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরও জোর দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

পরে, রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে "দ্য রিপাবলিক অব কসোভো টুওয়ার্ডস ইউরো-আটলান্টিক ইন্টিগ্রেশন: রিলেশনস উইথ বাংলাদেশ, এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্রসপেক্টস ফর কো-অপারেশন উইথ বাংলাদেশ" শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাবের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত মি. লুলযিম প্লানা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'বাংলাদেশ এবং কসোভোর মধ্যে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক, একটি সাধারণ সমঝোতা স্মারক এবং কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা-মুক্ত ভ্রমণের চুক্তি। এসব চুক্তি দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, বাণিজ্য ও দু'দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে যৌথ সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দ্বৈত কর পরিহারের ব্যাপারে আরও চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি আলোচনাধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'কসোভোর কূটনৈতিক একাডেমি জুনিয়র বাংলাদেশী কূটনীতিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে'। এছাড়া, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য কসোভো স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে। এর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দু'দেশের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ গড়ে তোলা হবে। কসোভো বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকল স্তরে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

The Country Today

Kosovo Ambassador meets DU VC

DU Correspondent

The Ambassador of Kosovo to Bangladesh, Mr. Lulzim Pllana, paid a courtesy call on Prof Dr. Niaz Ahmad Khan, Vice-Chancellor of the University of Dhaka, at his office on Sunday. Mr. Enis Shemaili, Deputy Head of Mission at the Kosovo Embassy in Dhaka, was also present during the meeting. During the discussion, they explored mutual areas of interest, particularly the possibility of launching joint academic and research programs between Dhaka University and the University of Pristina in Kosovo. They also discussed faculty, student, and researcher exchange programs. Both sides agreed to sign a Memorandum of Understanding (MoU) soon to formalize the collaboration. Ambassador Pllana emphasized the importance of enhancing educational cooperation between Kosovo and Dhaka University as a means of advancing societies. He also stressed the need to improve people-to-people connections between the two nations.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

28 April 2025

The Daily Observer

Dhaka University Vice-Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan inaugurates the day-long 'Study Abroad Expo 2025' organised by the DU Career Club at the Teachers-Students Centre on Sunday. PHOTO: OBSERVER

দৈনিক সংগ্রাম

গতকাল রোববার টিএসসি অডিটোরিয়ামে উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন পূরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার ক্লাব আয়োজিত স্টাডি অ্যাব্রোড এক্সপো ৭.০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ -সংগ্রাম

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

শিক্ষাবিনিময়কে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে
ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে শিক্ষাবিনিময় কার্যক্রমকে স্থান, কাল ও রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে শিক্ষা ও গবেষণাকে মূল ফোকাসে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। গতকাল রোববার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সুফিজম বিষয়ক দুদিনব্যাপী সপ্তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ এবং দারুল ইহসান রিসার্চ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এই কনফারেন্সের আয়োজন করেছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক এরপর পৃ: ২-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের স্টাডি অ্যাব্রোড এক্সপোতে বক্তব্য রাখেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান

শিক্ষাবিনিময়কে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: ইস্রাফিল এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ আলোচনায় অংশ নেন। বিভাগের চেয়ারপারসন কাজী তামান্না হক সিগমা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- কনফারেন্স আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহমান শাহরিয়ার এবং দারুল ইহসান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ম্যানেজিং ট্রাস্টি শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বমূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বপূর্ণ জোরদার করতে চায়। এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন টেকসই হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আরো বলেন, সুফিজমের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। সুফিজম প্রত্যেক মানুষকে সম্মান করতে শেখায়। তিনি বলেন, সমাজে এখন মানুষের মধ্যে হানাহানি ও দ্বন্দ্ব বেড়ে চলেছে। এই দ্বন্দ্ব সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব ও হানাহানি নিরসনে সুফিজম চর্চা ও সুফিজমের মানবতাবাদী দর্শন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্স কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনের ১০টি সেশনে সুফিজমকে উপজীব্য করে দেশ-বিদেশের বরেণ্য নাট্যগবেষক ও শিক্ষাবৃন্দ প্রায় ৩০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। এ ছাড়া নাট্যনির্দেশক ও বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবিরকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে 'মিট দ্য আর্টিস্ট' পর্ব।

স্টাডি অ্যাব্রোড এক্সপো অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাবের উদ্যোগে দিনব্যাপী 'স্টাডি অ্যাব্রোড এক্সপো ৭.০' গতকাল ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি থেকে এই এক্সপোর উদ্বোধন করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাবের সভাপতি ইশতিয়াক শাহরিয়ার অনকের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কনসালট্যান্সি ফার্ম বাংলায় আইইএলটিএস-এর সিইও রাশেদ হোসেন এবং অস্ট্রেলিয়ার লিংকন ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশনের অধ্যাপক ড. মো: মাহফুজ আশরাফ বিশেষ অতিথি ছিলেন। ক্যারিয়ার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির বিন সিদ্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের উন্নতি করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতি বছর বিদেশে যায়। এই স্টাডি অ্যাব্রোড এক্সপো থেকে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাবে এবং উপকৃত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ক্যারিয়ার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়। দিনব্যাপী আয়োজনে বিভিন্ন স্টলে এডুকেশন কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত পরামর্শ, স্কলারশিপ মূল্যায়ন, অ্যাপ্লিকেশন সহায়তা ও ভিসা প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ক্যারিয়ার প্ল্যান নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তি।

ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চাই : ঢাবি উপাচার্য

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'আমরা সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চাই। না হলে নানা চাপে আমাদের কোমর বাঁকা হয়ে যাবে। দলীয় সরকারের সময় এই সব চাপ প্রকট হবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চাই।'

রবিবার উপাচার্যের অফিসকক্ষে লাইজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের 'ক্ষেত্র বর্ধিতকরণ প্রকল্পে' আল আরাফা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ১০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এসব কথা বলেন। আল আরাফা ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে উপাচার্য বলেন, 'আমি মনে করি, এই চেক হস্তান্তর দিয়ে আমাদের সম্পর্ক শুরু হলো। আমরা এই সম্পর্ককে আরো দীর্ঘ ও টেকসই করতে চাই।'

অ্যালামনাইদের উদ্দেশে করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমরা স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্পর্ক রাখতে চাই। আপনারা আসবেন। আমরা আপনাদের কাছে যাব। আমাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকবে। যার মাধ্যমে একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। দিনে দিনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি আমরা। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বের করে আনতে হবে। এই সম্পর্কগুলোকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। ভুল করলে একসঙ্গে করব। সঠিক করলেও একসঙ্গে করব। কোনো গ্রুপিং থাকবে না।'

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান, অধ্যাপক সাজেদা পারভীন, আল আরাফা ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত এমডি রাফাত উল্লাহ খান এবং ডিএমডি আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

28 April 2025

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ডাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি চূড়ান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভঙ্গ করলে জরিমানাসহ হতে পারে বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধির চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট। বিধি অনুযায়ী, কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষের কেউ আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থিতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অন্য যে কোনো দণ্ডে তাঁকে দণ্ডিত করা হতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া এ বিধিমালায় মোট ১৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদেই বিধি লঙ্ঘনের এসব শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচন ঘিরে গঠিত আচরণবিধিসংক্রান্ত কমিটির প্রস্তুত করা এ বিধিমালায় প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের আবার একাধিক উপধারাও রয়েছে। এ বিধিমালায় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিল নিয়ে বলা হয়, প্রার্থী পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ বা দাখিল করতে পারবে না। এ সময় কোনো প্রকার মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। এ ছাড়া এ সময় অন্য কেউ কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। যানবাহন ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়, মনোনয়নপত্র জমাদান-প্রত্যাহার বা নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো ধরনের যানবাহন নিয়ে শোভাযাত্রা, শোভাযাত্রা বা মিছিল করা যাবে না। নির্বাচনের দিন শুধু অনুমোদিত যানবাহন (স্টিকারযুক্ত গাড়ি) নির্বাচনি এলাকায় চলাচল করতে পারবে। প্রার্থী ও ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসার জন্য কেবল বাইসাইকেল ও রিকশা ব্যবহার করতে পারবেন।

নির্বাচনি প্রচারণা নিয়ে বলা হয়, প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার দিন থেকে নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রচার করা যাবে। প্রতিদিন প্রচারের সময় সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। শুধু ক্যাম্পাস এলাকায় সভা, সমাবেশ ও অডিটরিয়ামে রাত ১০টা পর্যন্ত মাইক ব্যবহার করা যাবে। ভোটার বা প্রার্থী ব্যতীত অন্য কেউ কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রচার চালাতে পারবেন না।

নির্বাচনি সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিয়ে বলা হয়, কোনো প্রার্থী সভা-সমাবেশ করতে চাইলে অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। একজন প্রার্থী বা একটি প্যানেলের পক্ষে প্রতিটি হলে একটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি প্রজেকশন মিটিং করা যাবে। কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোনো ছাত্রসংগঠন হলের অভ্যন্তরে বা ক্যাম্পাসে অনুমোদিত স্থান ব্যতীত কোনো সভা, সমাবেশ বা শোভাযাত্রা করতে পারবে না। ক্যাম্পাসে চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে কিংবা একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে, এমন সভা-সমাবেশ করা যাবে না।

পোস্টার ও লিফলেট বিধি নিয়ে বলা হয়, পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিলে কোনো প্রার্থী নিজের সাদা-কালো ছবি ব্যতীত অন্য কারও ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো প্রকার স্থাপনা, দেয়াল, যানবাহন, বেড়া, গাছপালা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না। এ ছাড়া কালি, চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেয়াল বা যানবাহনে কোনো লেখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্রাঙ্কন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবে না।

আজকের পত্রিকা

সম্পাদকীয়

ডাকসু নির্বাচন কেন হচ্ছে না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আবারও স্পষ্টভাবে তাঁদের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন—তাঁরা ডাকসু নির্বাচন চান, অবিলম্বে ও নিরপেক্ষভাবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গঠিত পরামর্শক কমিটির

সর্বশেষ জরিপে দেখা যাচ্ছে, অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ৭৪৩ শিক্ষার্থীর ৯৬ শতাংশই মনে করেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন জরুরি এবং অনিবার্য। ২৬ এপ্রিল আজকের পত্রিকায় এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এটা সবারই জানা যে দীর্ঘদিন ধরে ডাকসু নির্বাচন বন্ধ থাকার ফলে সাংগঠনিক শূন্যতা এবং নেতৃত্ব তৈরির স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ মনে করে, চলতি বছরের মধ্যেই অর্থাৎ জুন মাসের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন হলে সেটি সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য হবে। ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর এই অভিমত এই ধারণাকেই জোরদার করে যে, তাঁরা অপেক্ষা করতে আগ্রহী নন; তাঁরা চান, প্রশাসন এখনই দায়িত্ব নিয়ে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করুক। বারবার নানান অজুহাতে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া, 'সঠিক পরিবেশ নেই' কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে ডাকসু নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার যে ধারা এত দিন চলেছে, তা আর শিক্ষার্থীরা মানতে রাজি নন।

নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে ৫২ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার কথা বলেছেন, ১৮ শতাংশ ডিজিটাল পদ্ধতির ভোট গ্রহণ ও গণনার পক্ষে মত দিয়েছেন, আর কেউ কেউ নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে পূর্বসম্মতি ও সংলাপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। শিক্ষার্থীরা শুধু নির্বাচন চান না, তাঁরা একটি পরিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তি-সমর্থিত নির্বাচন চান—যেখানে কারচুপি, সহিংসতা কিংবা প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের কোনো সুযোগ থাকবে না।

প্রার্থিতার যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়েও শিক্ষার্থীরা বেশ কিছু যৌক্তিক পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকেই মনে করেন, প্রার্থীর কমপক্ষে এক বছরের বৈধ ছাত্রত্ব থাকতে হবে; কেউ বলেছেন, একটি ন্যূনতম সিজিপিএ থাকা উচিত; কেউ আবার বয়সসীমা নির্ধারণ, ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্তদের অযোগ্য ঘোষণা করার মতো প্রস্তাব দিয়েছেন। এসব প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক।

নির্বাচন কমিশন গঠনসংক্রান্ত প্রশ্নেও শিক্ষার্থীরা তাঁদের আস্থার জায়গা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করেন, ছাত্র ও শিক্ষক প্রতিনিধি মিলে কমিশন গঠন করা উচিত। এতে যেমন একধরনের ভারসাম্য বজায় থাকবে, তেমনি একক সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা কমে গিয়ে কমিশনের প্রতি আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত। সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আর কোনো দ্বিধা নয়, বরং সাহসিকতা, স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছা নিয়ে ডাকসু নির্বাচনের রূপরেখা ঘোষণা করতে হবে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, যাঁরা হয়তো ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে পরিচালনা করবেন। যাঁরা ইতিহাসের দিকে তাকাতে জানেন, তাঁদের কাছে এটাও জানা যে ডাকসু হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। আমরা চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণ ফিরে পাক।

বাংলাদেশ বুলেটিন

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগে Data Analytics and Service Center নির্মাণ

ঢাবির পরিসংখ্যান বিভাগে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ১০ লক্ষ টাকা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে ডেটা অ্যানালিটিকস এন্ড সার্ভিস সেন্টার নির্মাণে ১০ (দশ) লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক। গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এর নিকট চেক হস্তান্তর করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মো. রাফাত উল্লা খান। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান, ভবন নির্মাণ কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক সায়েমা শারমিন, ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, এস এম আবু জাফর, সি-নয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হাবীব উল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জালাল আহমেদ এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (বিজপ্তি)

The Country Today

We want to keep university admin out politics: DU VC

DU Correspondent

Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan said, we want to reduce our dependence on the government, otherwise, our backs will be bent due to various pressures.

These pressures will be evident during the party government. We want to keep the university administration out of politics."

The Vice-Chancellor also said these at a ceremony to hand over a cheque of Tk 1 million by Al Arafa Bank Limited for the 'Floor Expansion Project' of the University's Statistics Department at the lounge adjacent to the Vice-Chancellor's office on Sunday.